পাটনীতি

পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২০০২

ALIGARH LIBRARY
158, Dhaka New Market
Dhaka-1205, Ph. :9611338

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	প্রস্তাবনা	১
২	পাটনীতির উদ্দেশ্যাবলী	১
৩	ভূমিকা	২
৪	বিশ্ব বাজারে পাটের পরিস্থিতি ও বাংলাদেশের অবস্থান: প্রেক্ষিত অতীত ও বর্তমান	২-৩
৫	পাটখাতের সমস্যা	৩-৪
৬	কাঁচাপাট উৎপাদন	৪-৫
৭	পণ্যমুখী পাট উৎপাদন	৫
৮	পাট পচন পদ্ধতির উন্নয়ন	৬
৯	পাটপণ্য উৎপাদন	৬
১০	পাটপণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি	৭
১১	বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন ও ব্যবহারের সম্ভাবনা	৭-৮
১২	পাট এবং পাটপণ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার এবং রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারণামূলক কার্যক্রম	৮-৯
১৩	পাটনীতি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা	১০-১৩
১৪	প্রাতিষ্ঠানিক নীতি	১৩
১৫	আইনগত কাঠামো	১৩
১৬	নীতিমালা বাস্তবায়ন কমিটি	১৩-১৪
১৭	উপসংহার	১৪
১৮	সংযোজনী - ক পাটজাত বাস্তবায়ন কৌশল	১৫-১৯

পাটনীতি

১। প্রস্তাবনা ঃ

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী 'সোনালী আঁশ' আজ গভীর সংকটে নিপতিত। একদিকে বিশ্ববাজারে পাট ও পাটপণ্যের চাহিদা ও মূল্য হ্রাস অপরদিকে পাট ও পাটপণ্যের ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদন ব্যয়ের প্রভাবে পাট ও পাটশিল্পের অস্তিত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন। পাটশিল্পে লোকসানের পরিমাণ দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে যা দেশের সার্বিক অর্থনীতির উপর এক বিরূপ প্রভাব ফেলছে। অথচ পাটের সঙ্গে সম্পৃক্ত কৃষক-শ্রমিকসহ এক বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বার্থে পাটখাতের এ অবস্থার উত্তরণ একান্ত অপরিহার্য। আমাদের অর্থনীতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পাট খাতকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা ও অঙ্গীকার ব্যক্ত করার প্রয়োজনে ইতোপূর্বেকার বহুসংখ্যক ভিত্তিক পাটনীতি ও কার্যক্রমের পরিবর্তে এই প্রেক্ষিত পাটনীতি ঘোষণা করা হলো।

পাট ও পাটশিল্পের সংরক্ষণ ও উত্তরোত্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে ঘোষিত এই পাটনীতি থেকে মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকলেই প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা পাবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাট ও পাটশিল্প এবং এর পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন আনুপূর্বিক পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্তের আলোকে ঘোষিত পাটনীতি প্রয়োজনে সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হবে।

২। পাটনীতির উদ্দেশ্যাবলী ঃ

ক) পাটের উৎপাদন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে রাখা, উন্নতমানের পাট চাষে চাষীদের উদ্বুদ্ধ করা এবং পাটচাষীদেরকে পাটের ন্যায্য মূল্য প্রদানের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করা;

খ) বিশ্ববাজারে কাঁচাপাট ও পাটজাত দ্রব্যের সরবরাহ ও মূল্য স্থিতিশীল রাখা ও এসবের বাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করে বৈদেশিক বাণিজ্যে লেন-দেনের ভারসাম্য দেশের অনুকূলে রাখতে সহায়তা করা;

গ) আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের বিকল্প কৃত্রিম তন্তুজাত পণ্যের প্রাধান্য রোধ করে পরিবেশ সহায়ক পাটের ব্যবহার বৃদ্ধি করা;

ঘ) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত একটি সক্ষম ও লাভজনক পাটশিল্পের বিকাশ সাধন করা;

ঙ) শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ করে পাটশিল্পের যৌক্তিকীকরণ কার্যক্রম চালু রাখা;

চ) বহুমুখী পাটপণ্যের উদ্ভাবন ও ব্যবহার বৃদ্ধির কার্যক্রম জোরদার করা;

ছ) মোট জাতীয় উৎপাদনে পাটখাতের অবদান বৃদ্ধি করা; এবং

জ) গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গ্রহণ এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা জোরদার করা।

৩। ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচন ও রপ্তানী আয়ের ক্ষেত্রে পাটশাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এর উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে পাট চাষে ৩০-৩৫ লক্ষ কৃষক, পাটশিল্পে দুই থেকে আড়াই লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী, পাট বাণিজ্যে প্রায় এক লক্ষ ব্যবসায়ী এবং পরিবহন ও অন্যান্য সেবার কাজে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক নিয়োজিত রয়েছে। পূর্বে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার বৃহত্তম অংশ অর্জিত হত পাটশাত থেকে। বর্তমানে রপ্তানী আয়ের ক্ষেত্রে পাট ও পাটপণ্য তৃতীয় বৃহত্তম অবস্থানে রয়েছে। সাম্প্রতিক সংবৎসরগুলোতে পাট ও পাটপণ্য রপ্তানী করে দেশের মোট রপ্তানী আয়ের ৮-১২% অর্জিত হচ্ছে।

গ্রামাঞ্চলে পাটকাঠি অন্যতম প্রধান জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফলে কাঠ সম্পদ ধ্বংসের হাত থেকে অনেকটা রক্ষা পাচ্ছে। পাটচাষ মাটির উর্বরতা সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির জন্য একান্ত সহায়ক। তাছাড়া বর্ষা মৌসুমে গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের সকল কাজের সুযোগ কমে যায় তখন পাটকাটা, ধোয়া, শুকানো, ইত্যাদি তাদের নতুন নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। পাট দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পাটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এই যে, প্রাকৃতিক আঁশের ক্ষেত্রে আমাদের সুস্পষ্ট তুলনামূলক সুবিধা রয়েছে। আমাদের মাটি ও আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্যের কারণে ভৌগোলিক দিক থেকে বাংলাদেশেই বিশ্বের সেরা পাট উৎপন্ন হয়।

৪। বিশ্ব বাজারে পাটের পরিস্থিতি ও বাংলাদেশের অবস্থান: প্রেক্ষিত-অতীত ও বর্তমান ঃ

অতীতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎস ছিল পাটশাত। স্বাধীনতার ১ম চার বছর দেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রার ৮০% এর বেশী অর্জিত হয়েছিল পাটশাত থেকে। শুধু পাটপণ্য হতেই অর্জিত হত ৫০% এরও বেশী। কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন কৃত্রিম আঁশ ও সিনথেটিক দ্রব্যের আবির্ভাবের ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটপণ্যের চাহিদা এবং মূল্য উভয়ই হ্রাস পেতে থাকে। ফলে পাটশাত হতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের হার দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। শুধু পাটশাত হতে ৮০'র দশকেই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের হার ৪০% হ্রাস পায়। ফলশ্রুতিতে পাটশাত হতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের হার আশংকাজনক পর্যায়ে (৮-১২%) নেমে এসেছে। কিন্তু জাতীয় অর্থনীতিতে পাটশাতের অবদান অনস্বীকার্য। এখনও পাটশাত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে এবং দেশের আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। অধিক মূল্য সংযোজনের কথা বিবেচনা করে UNCTAD এর এক প্রকাশনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাটশাত থেকে অর্জিত এক মার্কিন ডলার আয় তৈরী পোশাকশিল্প হতে অর্জিত চার মার্কিন ডলার এর সমান।

ষাটের দশকে বিশ্ব বাজারে কাঁচাপাটের চাহিদা ছিল প্রায় ৩০-৩৫ লক্ষ বেল এবং পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা ছিল প্রায় ১০ -১২ লক্ষ মেট্রিক টন । বাংলাদেশে ২০-২২ লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ করে ৬০-৭০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হতো। এ সময়ে বাংলাদেশ কাঁচা পাটের চাহিদার প্রায় ৭০% এবং পাটজাত দ্রব্যের চাহিদার প্রায় ২৫% পূরণ করত । কিন্তু সত্তরের দশক হতে উন্নত দেশসমূহে কাঁচাপাট ও পাটজাত দ্রব্যের বিকল্প কৃত্রিম আঁশ ও বিভিন্ন পণ্য উদ্ভাবন ও ব্যবহার প্রচলন, বিভিন্ন পণ্য পরিবহন ও গুদামজাতকরণের ক্ষেত্রে কন্টেইনার পদ্ধতি এবং বাল্ক হ্যান্ডলিং এর প্রচলন শুরু হওয়ায় পাট ও পাটজাত দ্রব্য তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয় । ফলে এগুলোর চাহিদা হ্রাস পেতে থাকে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ১৯৯৯-২০০০ সালে বিশ্বে প্রায় ১৭.৭৮ লক্ষ বেল (প্রায় ৩.২০ লক্ষ মেঃ টন) কাঁচাপাট রপ্তানী হয় । একই সময়ে বিশ্বে মোট পাটপণ্য রপ্তানী হয় ৬.২০ লক্ষ মেঃ টন। এতে দেখা যায় যে, বিশ্ববাজারে পাট ও পাটপণ্যের চাহিদা পূর্বের তুলনায় ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে ।

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে পাটখাতের অবদান হ্রাস পেলেও বিশ্ব বাজারে পাট ও পাটপণ্যের চাহিদা পূরণে বাংলাদেশের অবদান শতকরা হারে উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে । ৭০'র দশকে বিশ্ব বাজারে কাঁচাপাট চাহিদার ৫০% পূরণ করত বাংলাদেশ যার বিপরীতে বর্তমানে ৯০% চাহিদা পূরণ করছে । একই ভাবে পাটপণ্যের ক্ষেত্রে ৮০'র দশকে বাংলাদেশ বিশ্ব চাহিদার ৪০% পূরণ করত যার বিপরীতে বর্তমানে প্রায় ৬০ শতাংশ চাহিদা পূরণ করছে । বাংলাদেশ তার মোট উৎপাদিত পাটের ৯০% কাঁচাপাট এবং পাটপণ্য আকারে বিদেশে রপ্তানী করে বছরে প্রায় ১৫০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে ।

৫। পাট খাতের সমস্যা ঃ

বাংলাদেশে পাটখাতের এক গৌরবোজ্জ্বল অতীত থাকলেও বর্তমানে পাটখাত নানাবিধ সমস্যা ও সংকটে নিপতিত । পাটখাতের প্রধান-প্রধান সমস্যা হচ্ছে বিশ্ববাজারে কৃত্রিম আঁশ ও পণ্যের সঙ্গে পাট ও পাটপণ্যের তীব্র প্রতিযোগিতা এবং বাল্ক হ্যান্ডলিং এর প্রচলন বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রমশই পাট ও পাটপণ্যের চাহিদা ও মূল্য হ্রাস । তাছাড়া বিদ্যুৎ বিভ্রাট ও যান্ত্রিক ত্রুটিজনিত কারণে প্রায় ১০ শতাংশ উৎপাদন ক্ষতি এবং পুরাতন মেশিন ও যন্ত্রাংশ পরিবর্তন না করায় উৎপাদনশীলতা হ্রাস । এতদ্ব্যতীত সরকারী পাটকলগুলোতে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত শ্রমিক কর্মচারী থাকায় এবং শ্রমিকেরা কাজে অনুপস্থিত থাকায়, অবহেলা ও ফাঁকি দেওয়ায় এবং শ্রমিক-কর্মচারী কর্মকর্তাদের সময় সময় মজুরী/বেতন বৃদ্ধি করায় এবং ব্যাংক ঋণের সুদের হার বৃদ্ধি করায় পাটপণ্যের উৎপাদন ব্যয় ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে । অপরদিকে পাটপণ্যের মূল্য ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। ফলে পাটকলগুলোর লোকসান দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে । লোকসানের কারণে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করা যাচ্ছে না । ফলে ব্যাংকিং খাতেও সমস্যা দেখা দিচ্ছে। কাঁচাপাট উৎপাদনের ক্ষেত্রেও বহুবিধ সমস্যা বিরাজমান ।

বর্তমানে কাঁচাপাট ও পাটশিল্পে বিদ্যমান সমস্যা ও সংকট মূলতঃ নিম্নরূপ :

- **কাঁচাপাট :**

ক) মূল্যের তুলনায় অধিক উৎপাদন খরচ।
খ) একর প্রতি নিম্ন উৎপাদন।
গ) উন্নত পদ্ধতিতে পাট পচনের জ্ঞানের অভাব।
ঘ) পাট পচনে বিভিন্ন এলাকায় প্রয়োজনীয় পানির অভাব।
ঙ) উন্নত পাটবীজের অভাব।
চ) প্রতিবেশী দেশসমূহ হতে স্বল্প মূল্যে নিম্ন মানের পাটবীজের অনুপ্রবেশ।
ছ) উন্নত পদ্ধতিতে পাটচাষের জ্ঞানের অভাব।
জ) অস্থিতিশীল বাজার এবং মূল্য পরিস্থিতি।
ঝ) উন্নত এবং নিম্ন মানের পাটের মধ্যে অসামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্য পার্থক্য।
ঞ) চাষীদের মধ্যে পাটের সঠিক শ্রেণী বিন্যাসের জ্ঞানের অভাব।
ট) মাঠ পর্যায়ে বাজার মূল্য এবং আনুষঙ্গিক তথ্যের অভাব।

- **পাট শিল্প :**

ক) বিভিন্ন প্রকার কৃত্রিম তন্তু ও সিনথেটিক দ্রব্যের আবির্ভাব ও এর ব্যাপক ব্যবহারের ফলে পাটপণ্যের চাহিদা ও মূল্য হ্রাস।
খ) সাইলো এবং কন্টেইনার পদ্ধতি চালু হওয়ায় প্যাকেজিং সামগ্রী হিসেবে পাট- পণ্যের চাহিদার ব্যাপক হ্রাস।
গ) বিক্রয় মূল্যের তুলনায় অধিক উৎপাদন খরচ।
ঘ) প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত জনবল।
ঙ) পুরাতন ও জরাজীর্ণ যন্ত্রপাতি, অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ, শ্রমিক অসন্তোষ, ধর্মঘট, রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদি কারণে উৎপাদন হ্রাস।
চ) সামগ্রিকভাবে শিল্প ব্যবস্থাপনা, আর্থিক নিয়ম ও জবাবদিহিতার অভাব
ছ) অস্থিতিশীল বাজার পরিস্থিতি এবং বাজার মূল্য।
জ) পাটপণ্যের নূতন বাজার আবিষ্কার ও সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধার অভাব।

৬। কাঁচাপাট উৎপাদন :

উন্নত বীজের ব্যবহার ও উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ :

বাংলাদেশ বিশ্বের সেরা মানের পাট উৎপাদন করলেও যুগ-যুগ ধরে এ দেশের কৃষককুল সাধারণ মানের পাটবীজ ব্যবহার করে সনাতন পদ্ধতিতে পাটচাষ করে আসছে। অন্যান্য ফসল বিশেষ করে ধান, গম ইত্যাদির ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে একদিকে যেমন উচ্চ ফলনশীল বীজ উদ্ভাবন করা হয়েছে অন্যদিকে চাষাবাদ পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করে একর প্রতি ফলন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে, যার ফলে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তবে সেভাবে

হলেও পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক গুণাত্মক উন্নতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) এর নিরন্তর গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ৩০-৩৫/৪০ জাতের এক ধরণের পাটবীজ উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। ঐ বীজ ব্যবহার করে উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা হলে পাটের ফলন বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশী বৃদ্ধি করা সম্ভব। উল্লেখ্য যে বিজেআরআই এ পর্যন্ত মোট ২৯ জাতের পাটবীজ উদ্ভাবন করেছে এবং এর মধ্যে ৭-৮ জাতের বীজ মাঠ পর্যায়ে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সাধারণ মানের পাট বীজ ব্যবহারের ফলে পাটের একর প্রতি ফলন ৩-৪ বেল (১৫-১৯ মন) এর বেশী হয় না। কিন্তু বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত পাটবীজ ব্যবহার করে চাষ করা হলে দেখা গেছে যে, একর প্রতি ফলন ৮ বেল এবং বেশী করা সম্ভব। উন্নত পাটবীজ উৎপাদন এবং ঐ বীজ ব্যবহার করে উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দুটি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে।

দেশে বর্তমানে ১০-১২ লক্ষ একর জমিতে পাটচাষ করা হচ্ছে। এজন্য বছরে প্রায় ৪০০০-৪৫০০ মেঃ টন পাটবীজ প্রয়োজন হয়। ঐ চাহিদার বিপরীতে বিএডিসি প্রায় ৬০০ মেঃ টন এবং পাট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ২০০ মেঃ টন অর্থাৎ মোট প্রায় ৮০০ মেঃ টন উন্নত মানের পাটবীজ উৎপন্ন করা হয়ে থাকে। ঐ দু উৎস থেকে মোট চাহিদার মাত্র ১৭-২০% পূরণ করা সম্ভব হয়। চাহিদার বাকী অংশ কৃষকগণের স্ব-উদ্যোগে উৎপাদিত সাধারণ/নিম্নমানের বীজ এবং প্রতিবেশী দেশ হতে আগত নিম্নমানের বীজ দ্বারা পূরণ করা হয়ে থাকে, যার জন্য পাটের একর প্রতি উৎপাদন নিম্ন পর্যায়ে থেকে যায়।

পাট চাষের জন্য বর্তমানে ব্যবহৃত সকল জমিতে যদি উচ্চ ফলনশীল পাটবীজ ব্যবহার করে উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা সম্ভব হয় তাহলে পাট চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ অর্ধেক হ্রাস পাবে এবং বাকী জমি খাদ্য শস্যসহ অন্যান্য ফসলের জন্য ছেড়ে দেয়া সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে উন্নত মানের পাটবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিতরণ এবং উন্নত পদ্ধতিতে পাটচাষে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য BADC, BJRI সহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সাথে নিবিড় যোগাযোগ এবং সমন্বয় সাধন করা হবে। ইতোমধ্যে এলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে পাট চাষের আওতাভুক্ত সকল জমিতে যাতে বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত উন্নত মানের পাটবীজের ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় এবং উন্নত পদ্ধতিতে পাটচাষ করা সম্ভব হয় সে লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এছাড়া আরো অধিক উন্নত পাটবীজ উদ্ভাবনের লক্ষ্যে কৃষি গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৭। পণ্যমুখী পাট উৎপাদন ঃ

পাটের ক্ষেত্রে পরিচালিত বিভিন্ন কৃষি ও শিল্প গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে, পাটপণ্যের কাঙ্ক্ষিত মান বজায় রাখতে হলে বিভিন্ন ধরনের কাঁচাপাট প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ একই মানের পাট সকল ধরনের পাটপণ্য উৎপাদনের জন্য সমান উপযোগী নয়। এমতাবস্থায় পণ্যভিত্তিক সঠিক মানের কাঁচাপাট উৎপাদনের লক্ষ্যে কৃষি ও শিল্প গবেষণা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন হবে।

৮। পাট পচন পদ্ধতির উন্নয়ন ঃ

পাট পচনের পদ্ধতির উপর কাঁচাপাট তথা উহার আঁশের গুণগত মান অনেকাংশে নির্ভর করে। স্বাভাবিকভাবে পাটের আঁশের গুণগত মান কাঁচাপাটের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং এর উপর পাটপণ্যের মান নির্ভর করে। আমাদের দেশে পাট চাষীগণ পাট পচনের ক্ষেত্রে যে সনাতন পদ্ধতি অনুসরণ করে তাতে পাটের আঁশের সঠিক মান বজায় রাখা সম্ভব হয় না। পাটের গুণগত মান বজায় রাখার লক্ষ্যে বিজেআরআই পাট পচনের এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। এ পদ্ধতিতে এক ধরণের রিবোনারের সাহায্যে পাটগাছ থেকে কাঁচা অবস্থায় আঁশ ছাড়িয়ে স্বল্প পানিতে এমনকি মাটির চাড়ি বা পাত্রে পাট পচানো সম্ভব। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, পাট পচনের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে পাটের আঁশের সঠিক মান বজায় রাখা সম্ভব। এজন্য পাট চাষীদের মধ্যে পাট পচনের এ নতুন প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে। তাছাড়া দীর্ঘ, স্বল্প, এমনকি পানি ছাড়া পাট পচনের আরও উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা হবে।

৯। পাটপণ্য উৎপাদন ঃ

দেশে বর্তমানে মোট ১২৯টি পাটকল রয়েছে। এর মধ্যে সরকারী খাতে ৩৫টি এবং বেসরকারী খাতে ৯৪টি পাটকল (স্পিনিং মিলসহ) রয়েছে। সরকারী খাতের মিলগুলোর মধ্যে ৫টি ও বেসরকারী খাতের মধ্যে ২৮টি অর্থাৎ মোট ৩৩টি মিলের উৎপাদন বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। সরকারী খাতের মিলগুলোতে স্থাপিত তাঁতের মধ্যে ৭১% তাঁত চালু রয়েছে এবং বেসরকারী খাতের কম্পোজিট মিলগুলোর মধ্যে মাত্র ২৮% তাঁত চালু রয়েছে। বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশনের আওতাধীন মিলগুলোতে স্থাপিত স্পিন্ডেল এর ৬৯% চালু রয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী খাতের কম্পোজিট মিলগুলোর উৎপাদনশীলতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

বিশ্বের অন্যান্য পাটপণ্য উৎপাদনকারী দেশসমূহের তুলনায় এদেশের পাটকলগুলোর উৎপাদনশীলতা অনেক কম, কারণ অন্যান্য পাটপণ্য উৎপাদনকারী দেশসমূহ যেখানে নতুন মেশিনারী স্থাপনের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে, সেখানে এদেশের পাট শিল্প পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে স্থাপিত মেশিনারী দ্বারা উৎপাদন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতার পর সুদীর্ঘ কাল অতিবাহিত হলেও পাটকলগুলোর যন্ত্রপাতি সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ ও প্রতিস্থাপনের জন্য এ পর্যন্ত কোন দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়নি। ফলে পাটকলগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা সর্বনিম্ন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এতে উৎপাদন ব্যয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অবস্থার উত্তরণকল্পে পাটশিল্পের যন্ত্রপাতির সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ ও প্রতিস্থাপন কার্যক্রম গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়েছে।

১০। পাটপণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি ঃ

অন্য যে কোন পণ্যের মত সঠিক মান বজায় রাখতে না পারায় অনেক সময় দেশে ও বিদেশে পাটপণ্যের চাহিদা এবং মূল্য উভয়ই হ্রাস পায়। পণ্যমানের কারণে অনেক সময় প্রতিষ্ঠিত বাজার হারাতে হয়। একই ভাবে সঠিক মান নিয়ন্ত্রণের নিশ্চয়তা বিধান করা গেলে নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি এবং মূল্য বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। এ বিবেচনায় ক্রেতা বা বিদেশী আমদানীকারকদের চাহিদা এবং স্পেসিফিকেশনের সাথে সঙ্গতি রেখে পাটপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চয়তা বিধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

কাঁচাপাট ক্রয় থেকে শুরু করে ফিনিসড গুডস অর্থাৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায় পর্যন্ত কাজের মান ও দক্ষতা বৃদ্ধির উপর জোর দেয়া হবে। পাটপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হলে বাজার সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ করা সহজতর হবে।

১১। বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন ও ব্যবহারের সম্ভাবনা ঃ

আগেই বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন কৃত্রিম আঁশ ও সিনথেটিক দ্রব্যের আবির্ভাব ও ব্যাপক ব্যবহারের ফলে পাটপণ্যের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে কন্টেইনার ও বাল্ক হ্যান্ডলিং পদ্ধতি চালু হওয়ায় প্রচলিত পাটপণ্যের চাহিদা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এটা প্রায় নিশ্চিত যে, প্রচলিত পাটপণ্য সিনথেটিক পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবেনা এবং পূর্বের বাজারও পুনরুদ্ধার করতে পারবে না। এ ধরনের প্রতিকূল অবস্থাই বিজ্ঞানীদেরকে বিভিন্ন গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছে। ফলে বিজ্ঞানীগণ কাঁচাপাটের সাথে অন্যান্য দ্রব্য সংমিশ্রন করে বিভিন্ন প্রকার নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছেন এবং ফলশ্রুতিতে পাটের ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এমন পর্যায় বিভিন্ন গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সহায়তায় যেসব পণ্য উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ

ক) নিম্নমানের পাট ও কাঁচাপাট ব্যবহার করে কাগজ তৈরীর পাল্প।
খ) পাটের কম্বল।
গ) কাপড় তৈরীর লক্ষ্যে তুলা ও পাটের সংমিশ্রনে মিহি সুতা।
ঘ) ঘরের দরজা-জানালার ফ্রেম তৈরীর লক্ষ্যে কাঠের বিকল্প সামগ্রী।
ঙ) ঘরের ছাদে ব্যবহারের জন্য সি আই সিট এর বিকল্প হিসেবে পাট মিশ্রিত করোগেটেড সিট।
চ) ঘরের অন্যান্য দ্রব্য সহ আসবাবপত্র তৈরীর জন্য থার্মো-প্লাসটিক সামগ্রী।
ছ) মোটর গাড়ির বডি ও অভ্যন্তরের বিভিন্ন অংশ
জ) নদী ও সমুদ্রে ভাসমান রোধকল্পে জুট জিও-টেক্সটাইল।
ঝ) রেফ্রিজারেটরের বডি।
ঞ) বিভিন্ন প্রকার ডেকোরেটিভ সামগ্রী।
ট) পাটের তৈরী বিভিন্ন প্রকারের কাপড়

এর মধ্যে পাট মন্ত্রণালয়, প্রাক্তন আন্তর্জাতিক পাট সংস্থা এবং ইউরোপীয়ান কমিশনের যৌথ সহযোগিতায় বেসরকারী খাতে বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ১৫টি প্রকল্প চিহ্নিত করেছে। এসব প্রকল্পের আওতায় যেসব পণ্য উৎপন্ন করা হবে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- পাটের কম্বল, কাপড় তৈরীর মিহি সুতা, প্লাস্টিক সামগ্রী তৈরীর লক্ষ্যে প্লাস্টিক দানা, ঘরের দরজা ও জানালা তৈরীর লক্ষ্যে কাঠের বিকল্প সামগ্রী, কাগজ তৈরীর পাল্প ইত্যাদি । এ সব পণ্য বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে । এ পদক্ষেপের আওতায় জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) নামে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি করা হয়েছে। জেডিপিসি প্রকল্পের মাধ্যমে বেসরকারী খাতে বাস্তবায়নের জন্য চিহ্নিত বহুমুখী প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ, নতুন-নতুন প্রকল্প প্রযুক্তি চিহ্নিতকরণ ও এর বাস্তবায়ন, উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।

এখানে উল্লেখ্য যে, পাটখাতে পরিচালিত Jute Diversification Study শীর্ষক এক সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ১৯৯৬ সালে সারা বিশ্বে কাগজের প্রয়োজন ছিল ২২৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ২০০৫ সালে বিশ্বের কাগজের চাহিদা দাঁড়াবে ৪৫০ মিলিয়ন মেট্রিক টন। দেশীয় তথা ক্ষেত্রে মূল্যবান বনজ সম্পদ কাঠ ও বাঁশ ব্যবহার করে এখন কাগজ বা মন্ড তৈরি করা হয়ে থাকে । মন্ড তৈরির ক্ষেত্রে কাঠ ও বাঁশের পাশাপাশি পাট ব্যবহার করা সম্ভব হলে বনজ সম্পদ রক্ষার মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হবে ।

নিম্ন মানের পাট ব্যবহার করে মন্ড তৈরির লক্ষ্যে সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলে ইউরোপীয়ান কমিশনের আর্থিক সহায়তায় একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে পাট দিয়ে পাল্প উৎপাদনের বিনিয়োগ উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হবে। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে Cost effective উপায়ে যদি কাগজ তৈরীর পাল্প উৎপাদন করা সম্ভব হয় তা হলে পাটের ক্ষেত্রে অপার সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যাবে ।

বহুমুখী পাট পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে যেসব নতুন প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যেসব সম্ভাবনাময় প্রকল্প চিহ্নিত হবে তা বাস্তবায়নে বেসরকারী বিনিয়োগকারীগণকে আর্থিক সুবিধাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হলে বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনের উদ্যোগকে অনেক দূর এগিয়ে নেয়া সম্ভব হবে । এসব প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পাট মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সম্ভব সকল ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হবে ।

১২। পাট এবং পাটপণ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার এবং রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারণামূলক কার্যক্রম ঃ

বর্তমানে দেশে কম-বেশী ৭০ লক্ষ বেল পাট উৎপাদিত হয়ে থাকে । এর মধ্যে ১৫-১৮ লক্ষ বেল বিদেশে রপ্তানী করা হয় । ৪৮-৫০ লক্ষ বেল পাট দেশে ব্যবহৃত হয় এবং বাকীটা বিভিন্ন কুটির শিল্পসহ গৃহস্থালী ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাত মিলে দেশে প্রতি বছর ৬০-৭০ লক্ষ মেট্রিক টন পাটপণ্য উৎপাদিত হয় যার প্রায় ৭০-৮০% বিদেশে রপ্তানী করা হয় এবং ২০-৩০%

দেশের অভ্যন্তরে ব্যবহৃত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন কৃত্রিম আঁশ ও সিনথেটিক দ্রব্যের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারে পাট ও পাটপণ্যের চাহিদা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন ধরণের কৃত্রিম আঁশ ও সিনথেটিক দ্রব্যের মূল্য তুলনামূলকভাবে অনেক কম হওয়ায় পাট ও পাটপণ্যের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে।

তাছাড়া পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর অন্যান্য সিনথেটিক দ্রব্যের আমদানী, স্থানীয় উৎপাদন এবং ব্যবহারের কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকারের নিরুৎসাহমূলক নীতি এবং প্রচারণা রয়েছে। এসব নীতির কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ্য যে, দেশে সিমেন্ট প্যাকিং এর জন্য একটি বিশেষ স্পেসিফিকেশনের পলি-প্রোপাইলিন (পিপি) ব্যাগের আমদানী বন্ধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কিন্তু বর্ণিত পিপি ব্যাগ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানী করা হচ্ছে এবং ঐ ধরণের ব্যাগ দেশেই উৎপাদন করা হচ্ছে। দেশে উৎপাদিত সিমেন্ট প্যাকিং এর জন্য বছরে আনুমানিক ২০ কোটি ব্যাগের প্রয়োজন হয়। দেশের অভ্যন্তরে বর্তমানে ১০ কোটি পিপি ব্যাগ উৎপাদিত হচ্ছে। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এ ধরনের ব্যাগের স্থানীয় উৎপাদন ও ব্যবহার বন্ধ করে তার পরিবর্তে পাটের ব্যাগ ব্যবহার করা গেলে এক লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশী পাটপণ্য ব্যবহৃত হতে পারে। বর্ণিত অবস্থায় সিমেন্ট প্যাকিং এর ক্ষেত্রে পিপি ব্যাগের পরিবর্তে পাটের ব্যাগের ব্যবহার চালু করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপ ও প্রচেষ্টা এবং সর্বস্তরের জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও সহযোগিতার মাধ্যমে ইতোমধ্যে বাংলাদেশে পলিথিন ব্যাগের উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হয়েছে। এ পদক্ষেপসমূহকে আইনগত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর লক্ষ্যে সকল প্রকার পলিথিন ব্যাগের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও ব্যবহার এবং আমদানী নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের কাজ হাতে নিয়েছে। গৃহীত এসব পদক্ষেপ একদিকে সার্বিক পরিবেশ উন্নয়নে অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে অপরদিকে পরিবেশ বান্ধব এবং পচনশীল পাটের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। এসব পদক্ষেপের ধারাবাহিকতায় পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সকল প্রকার সিনথেটিক সামগ্রী বিশেষ করে প্যাকেজিং এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন সিনথেটিক দ্রব্যের উৎপাদন, আমদানী ও ব্যবহার বন্ধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজন ব্যাপক প্রচারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ। এ ক্ষেত্রে পাটপণ্যের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে প্রতিটি সংস্থার পক্ষ থেকে ইনফরমেশন সুপার হাই-ওয়ের সর্বাত্মক সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগানোর জন্য যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা কাজে লাগিয়ে তুলনামূলকভাবে অনেক কম খরচে পণ্যের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়ে সহজে এবং বিদেশী ক্রেতাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব। বিভিন্ন প্রচার পত্র, ভিডিওক্যাসেট ইত্যাদি বিলি, বিদেশে বিভিন্ন ডেলিগেশন প্রেরণ, আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশী মিশন সমূহের সাথে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন ও সমন্বয় সাধন ছাড়াও তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগানোর উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

১৩। পাটনীতি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা ঃ

পাটনীতি বাস্তবায়নে পাটখাতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারী দপ্তর/প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর ভূমিকা ছাড়া পাটনীতির সফল বাস্তবায়ন তথা পাট খাতের সার্বিক উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব না । পাটখাতের সাথে যেসব দপ্তর/প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত রয়েছে উহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পাট অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি), বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন (বিজেএমএ), বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশন (বিজেএসএ), বাংলাদেশ জুট এসোসিয়েশন (বিজেএ), বাংলাদেশ পাটচাষী সমিতি । প্রস্তাবিত পাটনীতি বাস্তবায়নে এসকল দপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

সরকারী দপ্তর/প্রতিষ্ঠান ঃ

(ক) পাট অধিদপ্তর ঃ কাঁচা পাটের একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি করে উৎপাদন খরচ হ্রাস করার ক্ষেত্রে পাট অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে । বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত ও-৯৮৯৭ জাতের উন্নত পাট বীজ উৎপাদন এবং তা কৃষকদের মাঝে বিতরণের লক্ষ্যে পাট অধিদপ্তর দু'টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে । বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় বৎসরে প্রায় ২০০ মেট্রিক টন পাট বীজ উৎপাদন করা হচ্ছে । ভবিষ্যতে এর পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে পাট অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। এ ছাড়া পাট অধিদপ্তর নিম্নোক্ত কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে ।

(১) কাঁচা পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রে মোট আবাদী জমির পরিমাণ, কাঁচাপাট ও পাটপণ্যের মোট উৎপাদন, অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের পরিমাণ, রপ্তানীর পরিমাণ, রপ্তানী আয়, অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানী মূল্য ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে সরবরাহ করে থাকে । এসব তথ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে ।

(২) পাটপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, কাঁচাপাট ব্যবসার ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রদান এবং পাট ও পাটপণ্য ব্যবসা তদারকী, নিয়ন্ত্রণ ও অনিয়ম রোধকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে ।

(খ) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) ঃ বিভিন্ন ধরণের কৃষি, শিল্প এবং আর্থসামাজিক গবেষণা পরিচালনা করে বিজেআরআই পাট খাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে । বিজেআরআই উন্নতমানের পাট বীজ উদ্ভাবন, উন্নত পদ্ধতিতে পাট চাষ এবং পাট পচন, বহুমুখী পাটপণ্য উদ্ভাবন এবং উহার বাণিজ্যিক ব্যবহার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। ইতোমধ্যে ও-৯৮৯৭ জাতের পাট বীজ উদ্ভাবন, রিবোনার ব্যবহার করে উন্নত পদ্ধতিতে পাট পচন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে । বিজেআরআই বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বর্তমানে ব্যবহৃত ও-৯৮৯৭ বীজের চেয়ে আরও কমপক্ষে এক মাস আগে বপন করা যায় এ ধরনের উন্নত

জাতের বীজ উদ্ভাবনের ব্যবস্থা নিতে পারে। এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা গেলে পার্শ্ববর্তী দেশের বীজের অনুপ্রবেশ রোধ এবং ব্যবহার হ্রাস করা সহজতর হবে।

এছাড়া বিজেআরআই বিভিন্ন ধরনের বহুমুখী পাটপণ্য যেমন জিও-জুট, মিশ্রসূতা, পাটের কম্বল ইত্যাদি উদ্ভাবন করেছে। ভবিষ্যতেও বিজেআরআই নূতন-নূতন পাটপণ্য আবিষ্কার, পণ্যমান উন্নয়ন, পাটচাষ পদ্ধতির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং পণ্যমুখী কাঁচাপাট উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে পাটনীতি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

(গ) **বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)** ঃ বিএডিসি-এর পাটবীজ বিভাগ দীর্ঘ ৩২ বৎসর যাবৎ পাটবীজ উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থার সাথে জড়িত। বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত উন্নত পাটবীজ হতে বিএডিসি এর দু'টি খামারের মাধ্যমে ভিত্তি পাটবীজ উৎপাদন করে থাকে। পরবর্তীতে কিছু নির্দিষ্ট এলাকার নির্বাচিত চাষীদের মাধ্যমে প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন করে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নির্দিষ্ট বিতরণ কেন্দ্র হতে ডিলারদের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে বিতরণের ব্যবস্থা করে থাকে। বিএডিসি এর ভিত্তিবীজ উৎপাদন কেন্দ্র এবং বিতরণ কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করে পাটবীজের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারে এবং বিতরণ ব্যবস্থা জোরদার করে পাট খাতের উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

(ঘ) **বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি)** ঃ দেশে উৎপাদিত মোট প্রচলিত পাটপণ্যের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগই উৎপাদন করে থাকে বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন। সংস্থাটি উহার উৎপাদিত পণ্যের প্রায় ৮০-৮৫% রপ্তানী করে থাকে। সংস্থাটি উহার সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে পাটপণ্যের মান উন্নয়ন সহ উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, পাটপণ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধি ও রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশে উৎপাদিত কাঁচা পাটের প্রায় ১০% বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের অধীনস্থ মিলসমূহ ক্রয় করে থাকে। সংস্থাটি স্থানীয়ভাবে পাট চাষী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের নিকট হতে সরাসরি পাট ক্রয় করে পাট চাষীদেরকে পাটের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করবে। তাছাড়া পাট উৎপাদনকারী সীমান্তবর্তী এলাকায় ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাট ক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করে কৃষকদের নিকট থেকে সরাসরি পাট ক্রয় করবে এবং আপৎকালীন মজুদ গড়ে তুলে পাটের বাজার স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করবে। এছাড়া বিজেএমসি'র অবকাঠামোগত সুবিধা কাজে লাগিয়ে পাট ক্রয় কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে পাট অধিদপ্তর এবং বিভিন্ন এনজিও উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার ও উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক পাটের একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি এবং পাটের মান উন্নয়নে পাট চাষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করবে।

বেসরকারী সংস্থা :

(ক) বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন (বিজেএমএ) : বেসরকারী মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত পাটকলসমূহের সংগঠন হচ্ছে বিজেএমএ। পাট শিল্পের বেসরকারীকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়নে এ সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। অভিজ্ঞতা হতে দেখা গেছে যে, শুধু বাংলাদেশেই নয় পৃথিবীর কোন দেশেই সরকারী খাতে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান লাভজনক হয়ে টিকে থাকতে পারছে না। এমতাবস্থায় বাংলাদেশে পাট শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হলে বেসরকারী খাতের কোন বিকল্প নেই। দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও সঠিক [illegible] মাধ্যমে বেসরকারী খাতের মিলসমূহ বাণিজ্যিক ভাবে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে বিজেএমএ সক্রিয় অবদান রাখতে পারে। এছাড়া অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাটপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। মৌসুমের প্রথম দিকে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করে সংস্থাটি কাঁচাপাটের আপদকালীন মজুদ গড়ে তুলতে পারে এবং চাষীদেরকে ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করতে পারে।

(খ) বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশন (বিজেএসএ) : বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশন হচ্ছে বেসরকারী খাতে স্থাপিত স্পিনিং মিলসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা। সংস্থাটির আওতাধীন মিলসমূহ মূলতঃ সূতা ও টোয়াইন উৎপাদন করে থাকে। তৈরী সূতা/টোয়াইন সামগ্রীর প্রায় ১০০%-ই বিদেশে রপ্তানী করা হয়। সংস্থাটি উক্ত উৎপাদিত পণ্যের স্থানীয় বাজার সৃষ্টি ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এর সংগে এ মিলগুলো প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে পাট থেকে তৈরী সূতা ও টোয়াইন এবং কৃত্রিম আঁশ ও অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদনের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে। সামগ্রিক ভাবে সকল মিলগুলোর মুনাফা হিসেবে পাট-সূতা শিল্প খাতের [illegible] আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরতে পারে।

(গ) বাংলাদেশ জুট এসোসিয়েশন (বিজেএ) : কাঁচাপাট রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বিজেএ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এক্ষেত্রে সংস্থাটি রপ্তানীযোগ্য পাটের উন্নত মান নিশ্চিত করে কাঁচাপাট রপ্তানীর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি রক্ষা করে একদিকে বর্তমান বাজার সংরক্ষণ করতে পারে অপরদিকে কাঁচাপাটের নতুন নতুন বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

(ঘ) বাংলাদেশ পাট চাষী সমিতি : বাংলাদেশে পাটচাষীদের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পাটচাষী সমিতি কাঁচাপাট উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এক্ষেত্রে পাটচাষী সমিতি বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল পাটবীজের ব্যবহার এবং উন্নত পদ্ধতিতে পাটচাষ ও পাট পচন পদ্ধতির প্রযুক্তি কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে একর প্রতি ফলন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এছাড়া অভ্যন্তরীণ উৎস এবং প্রতিবেশী দেশ থেকে আগত নিম্নমানের পাটবীজ ব্যবহারে কৃষকদেরকে নিরুৎসাহিত করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। বিজেআরআই, পাট অধিদপ্তর, পাটচাষী সমিতি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় পাট চাষের আওতাভুক্ত সকল জমিতে ৩০-৩৫% উন্নত পাটবীজের ব্যবহার এবং উন্নত পদ্ধতির চাষাবাদ নিশ্চিত করা সম্ভব হলে বর্তমানে পাট চাষে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ (১০-১২ লক্ষ

একর) অর্ধেকে হ্রাস করা সম্ভব হবে এবং কাঁচা পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক নবদিগন্ত উন্মোচিত হবে।

১৪। প্রাতিষ্ঠানিক নীতি ঃ

পাট ও পাটপণ্যের উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের সাথে সম্পৃক্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অধিক সমন্বয় সাধন করা হবে এবং প্রয়োজনে যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। সরকারী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড থানা, জেলা এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটির তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হবে। স্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের মধ্যে এবং বিদেশী অনুরূপ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ কর্মসূচী গ্রহণের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও দক্ষ ও গতিশীল এবং বাস্তবভিত্তিক পরিচালনা করার লক্ষ্যে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে পাট ও পাটজাত পণ্যের মান উন্নয়ন, বাজার সম্প্রসারণ এবং রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে সহযোগিতা আরও জোরদার করা হবে।

১৫। আইনগত কাঠামো ঃ

সরকারী খাতের পাটকলসমূহ বেসরকারীখাতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের নীতি ও আইনগত কাঠামোর সাথে সঙ্গতি রেখে এবং পাটকলের শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ করে পাটকলগুলো বেসরকারীকরণে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে। তাছাড়া বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক প্রণীত বিনিয়োগ নীতির সাথে সাংঘর্ষিক কোন নীতি পাট শিল্পের ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকলে উহা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আইনগত বিধানগুলো, চীন সহ বিশ্বের উল্লেখযোগ্য পাট ও পাটপণ্য আমদানীকারক দেশের বাণিজ্য নীতিতে পাট ও পাটপণ্য রপ্তানী বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে সকল আইনগত প্রতিবন্ধকতা, বিশেষ করে পরিবেশ সংরক্ষণের নীতি এবং স্বাস্থ্যগত কারণে কৃত্রিম তন্তুর পরিবর্তে পাট ব্যবহারে আইনের যে সকল বাধা রয়েছে উহা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। দেশে পলিথিন ব্যাগের উৎপাদন ও ব্যবহার পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৬। নীতিমালা বাস্তবায়ন কমিটি ঃ

নীতিমালা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য পাট, কৃষি, অর্থ, বাণিজ্য, শিল্প, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এ সব মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা/অধিদপ্তরসহ বিনিয়োগ বোর্ড এবং প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে (কমিটির সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে)। পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব উক্ত কমিটির সভাপতি থাকবেন। এই কমিটির সভা প্রতি তিন মাস অন্তর অথবা প্রয়োজনে যে কোন সময় আহবান করা যাবে।

পাটনীতি সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যে সকল সুনির্দিষ্ট বাস্তবায়ন কৌশল চিহ্নিত করা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ সংযোজনী-ক তে সন্নিবেশ করা হলো।

১৭। উপসংহার ঃ

প্রণীত নীতিমালা যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে পাটখাতের অনেক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে। এর ফলে পাটখাতের আশানুরূপ উন্নতি সাধন করে ভাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা যাবে বলে আশা করা যায়।

পাটনীতি বাস্তবায়ন কৌশল ঃ

দেশের অর্থনীতিতে পাট ও পাটশিল্পের গুরুত্ব অত্যধিক। পাট ও পাটশিল্পের ক্রমনিম্ন বাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ ছাড়াও দেশের রপ্তানী আয়ে পাটের অবদান বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো এবং পাট ও পাটশিল্পের উৎপাদন ও বিপণনের সাথে সম্পৃক্ত দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার্থে আশু পদক্ষেপ গ্রহণের কোন বিকল্প নেই। পাটনীতির আওতায় চিহ্নিত উদ্দেশ্যাবলী এবং উহা অর্জনের লক্ষ্যে নির্ধারিত বাস্তবায়ন কৌশল নিম্নরূপ ঃ

উদ্দেশ্যাবলী	বাস্তবায়ন কৌশল
১। পাটের উৎপাদন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে রাখা, উন্নতমানের পাট ফলনে চাষীদের উদ্বুদ্ধ করা এবং পাট চাষীদেরকে পাটের ন্যায্য মূল্য প্রদানের ব্যবস্থা করে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করা।	১.১। পাটের উৎপাদন ও একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি এবং ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করণ।
	১.২। শিশু বাজারে এবং অভ্যন্তরীণ বাজারে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের চাহিদার পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে প্রতি বছর কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা। চাষীরা যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী পাট উৎপাদন করে সে ব্যাপারে পাট চাষ মৌসুমে গণমাধ্যমের সাহায্যে চাষীদেরকে সচেতন করে তোলাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
	১.৩। উন্নতমানের পাট উৎপাদন, একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি এবং পাটের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করার লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচী অব্যাহত রাখা এবং পর্যায়ক্রমে তা দেশের পাট উৎপাদন এলাকাসমূহে সম্প্রসারণ করা।
	১.৪। পর্যাপ্ত পরিমাণে উন্নতমানের পাটবীজের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যমান কর্মসূচীকে আরও জোরদার ও সম্প্রসারণ করা।
	১.৫। পাট মৌসুমে পাটগাছ ভিজানোর জন্য সরকারী খাল-বিল ও অন্যান্য জলাশয়ে পরিস্কার পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।
	১.৬। মুক্ত বাজার নীতি অনুসরণে পাট ক্রয় করার পদ্ধতি অব্যাহত রাখা। পাটচাষীদের ন্যায্য মূল্য প্রদানের ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকা।

	১৭।	পাটকলসমূহ এবং পাট ব্যবসায়ীগণ প্রচলিত নিয়মানুসারে যাতে সময়মত প্রয়োজনীয় ব্যাংক ঋণ পায় সে ব্যাপারে সহায়তা করা।
	১৮।	পাট ক্রয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং পাটচাষীদেরকে ঋণ প্রদানে সহায়তা প্রদান করা।
২। শিল্পখাতে কাঁচাপাট ও পাটজাত দ্রব্যের সরবরাহ ও মূল্য স্থিতিশীল রাখা ও এ সবের বাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করে বৈদেশিক বাণিজ্যে দেশের লেনদেনের ভারসাম্য অনুকূলে রাখতে সহায়তা করা।	২১।	সরকারি দপ্তরে অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা নিরূপণ করে পাটজাত দ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। সরকারি, আধাসরকারি ও বেসরকারি দপ্তর ও সংস্থাসমূহে পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। পাটজাত বহুমুখী পণ্যের বিকাশে বৃহৎ পণ্য উৎপাদনের জন্য নতুন শিল্প স্থাপনে বিনিয়োগ করতে সংশ্লিষ্টদের উৎসাহিত করা হবে। পাটজাত দ্রব্যের বিকল্প কৃত্রিম পণ্য আমদানি/ব্যবহার রোধের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হবে।
	২২।	পাট ও পাটজাত দ্রব্যের আন্তর্জাতিক বাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিদেশে পণ্য-প্রদর্শনী মেলা, আন্তর্জাতিক মেলায় অংশ গ্রহণ, সভা-সেমিনারের আয়োজন করা এবং বৈদেশিক মিশনসমূহে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করা।
	২৩।	কাঁচাপাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানিকারকদের মধ্যে মূল্য হ্রাসের জন্য অনৈতিক প্রতিযোগিতা ও নৈরাজ্য রোধে নিয়ম বহির্ভূত কার্যকলাপ রোধকল্পে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
	২৪।	সরকার কর্তৃক ঘোষিত আমদানি নীতি, রপ্তানি নীতি ও শিল্প নীতিতে অন্যান্য শিল্প ও রপ্তানি খাতে যে সকল আর্থিক এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয় পাট ও পাটশিল্পের ক্ষেত্রে যাতে অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা সমভাবে প্রযোজ্য হয় সে ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩। আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের বিকল্প কৃত্রিম তন্তুজাত পণ্যের প্রাধান্য রোধ তথা পরিবেশ সহায়ক পাটের ব্যবহার বৃদ্ধি করা	৩.১। কাঁচাপাট ও পাটজাত দ্রব্যের বিকল্প প্রাপ্য এবং পণ্যের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্যের ভাল দিকগুলো দেশে ও বিদেশে প্রচার করা। এ ব্যাপারে আইজেএসজি/ দ্বিপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্য গ্রহণ করা।
	৩.২। বিদেশে যে সকল বাণিজ্য মেলা হয় তাতে উন্নত পাটজাত পণ্যসমূহ ও নতুন উদ্ভাবিত পাটপণ্যসমূহ ব্যবহারকারীদের উদ্দেশ্যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ বিষয়ে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ যাতে অধিক সহযোগিতা করে সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৪। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত একটি সক্ষম ও লাভজনক পাট শিল্পের বিকাশ সাধন	৪.১। বর্তমানে পাটকলগুলোতে স্থাপিত তাঁতের সংখ্যা প্রায় ২৬ হাজার। তন্মধ্যে বর্তমানে চালু রয়েছে ১৪ হাজারের কিছু বেশী। আন্তর্জাতিক বাজারে পাটপণ্যের চাহিদা মোতাবেক পাটপণ্যের উৎপাদন ৫.০০ লক্ষ মেঃ টনের কাছাকাছি রাখার জন্য প্রতি বৎসর গড়ে ১৫ হাজার থেকে ১৬ হাজার তাঁত চালু রাখা।
	৪.২। পাটকলগুলোতে সিস্টেম লস ও বিজেএমসির মতে ২০০০-২০০১ সালে প্রায় ০.২৭ লক্ষ মেঃ টন উৎপাদন ঘাটতি হয়েছে যার ফলে ঐ বছর সংস্থাটির অতিরিক্ত লোকসান হয়েছে ৪১.২৫ কোটি টাকা। এ পরিস্থিতির উত্তরণ কল্পে সরকারী এবং বেসরকারী পাটকলগুলোতে বিএমআর রেনোভেশন দুষ্প্রাপ্যের উদ্যোগ উৎসাহিত করা।
	৪.৩। বাংলাদেশের পাটকলগুলোর মেশিনপত্র অনেক পুরনো। ফলে পাটকলগুলোর উৎপাদনশীলতা পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। এ পরিস্থিতি উত্তরণে পর্যায়ক্রমে যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং আধুনিকায়নের কর্মসূচী গ্রহণ করা।
	৪.৪। পাট শিল্পে মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার প্রকল্প গ্রহণ করা।

	৪.৫।	বিশ্ব বাজারে পাটপণ্যের চাহিদা ক্রমান্বয়ে হ্রাস, মূল্যের নিম্নগতি, পাটপণ্যের উৎপাদন ব্যয় বিক্রয় মূল্যের তুলনায় অধিক, ব্যাংক ঋণের সুদের হার ইত্যাদি বেশী হওয়ায় সরকারী ও বেসরকারী পাটকলগুলোর জুন ২০০১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত লোকসানের পরিমাণ ৫৫০৫.৯৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে বিজেএমসি'র পাটকলগুলোর লোকসানের পরিমাণ হল ৩৬৯৪.০০ কোটি টাকা। এ পরিস্থিতিতে পাটকলগুলোর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধিপূর্বক ইউনিট প্রতি উৎপাদন খরচ হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
	৪.৬।	পাট শিল্পের জনবল সুষমকরণ এবং অতিরিক্তদের পুনর্বাসিত করা।
৫। শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ করে পাটশিল্পের বেসরকারীকরণ কার্যক্রম চালু রাখা।	৫.১।	১৯৭২-৭৩ সালে বিজেএমসি ৭৭টি জুট মিলের পরিচালনার দায়িত্বে ছিল। পরবর্তীতে বিভিন্ন মিল এবং বাংলাদেশী মালিকানাধীন মিলগুলো মূল মালিকদের নিকট ফেরত দেওয়া হয় এবং অন্য একটি জুট মিল বিক্রয় করা হয়। বর্তমানে বিজেএমসির অধীনে ৩টি নন-জুট মিল এবং ২৬টি জুট মিল অর্থাৎ মোট ২৯টি শিল্প কারখানা রয়েছে। এর মধ্যে ৫টি জুট মিল বন্ধ রয়েছে। বাকী ৩২টি মিল অত্যধিক লোকসানে পরিচালিত হচ্ছে এবং লোকসানের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে সরকার শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ করে পাটকলগুলো বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ দায়িত্ব প্রাইভেটাইজেশন কমিশনকে দেয়া হয়েছে। প্রয়োজনবোধে বেসরকারীকরণ নীতি ও পদ্ধতি আরও বাস্তবধর্মী করা।
	৫.২।	যে সমস্ত পাটকলগুলো কোনক্রমেই বিক্রয় করা সম্ভব হবে না ঐ সকল পাটকলগুলোর ক্ষেত্রে সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
	৫.৩।	পাট শিল্পের সমস্যা সমাধানের জন্য সামগ্রিকভাবে একটি ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করা।

৬। পাটের বহুমুখী পণ্যের উদ্ভাবন ও ব্যবহার বৃদ্ধির কার্যক্রম জোরদার করা।	৬.১।	পাটের বহুমুখী পণ্যের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে বেসরকারী খাতের উদ্যোক্তাগণকে উৎসাহিত করা।
	৬.২।	পাটশিল্পের বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রযুক্তি সংগ্রহ, এবং এর কারিগরি ও আর্থিক বিশ্লেষণ, যাচাই-বাছাই করা, প্রযুক্তি হস্তান্তর, ব্যাংকের অর্থায়নে প্রকল্প প্রণয়ন, পণ্যের বাজারজাতকরণ, ইত্যাদির ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোক্তাদেরকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা। এ সকল সহায়তা প্রদানের জন্য সুষ্ঠু প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ করা।
৭। মোট জাতীয় উৎপাদনে পাট খাতের অবদান বৃদ্ধি করা।	৭.১।	পাটনীতি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করে পাট খাতের লোকসান হ্রাস ও আয় বৃদ্ধি করে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।
৮। গবেষণা ও তথ্য ব্যবস্থাপনা।	৮.১।	কাঁচাপাট উৎপাদন ও উন্নত মানের বৃদ্ধি, পাটপণ্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং বহুমুখী পণ্যের উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা এবং বিজেআরআইসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদানে অগ্রাধিকার [illegible]।

বাঃসঃমুঃ-২০০২/০৩-২৫২১ কম(এ)—১০০০ বই, ২০০২।

প্রকাশনায়ঃ পাট মন্ত্রণালয়,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
ঢাকা, বাংলাদেশ।

মুদ্রণে ঃ বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়,
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।